এই লক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া যে আটটি শ্লোকে উত্তম ভাগবতের লক্ষণ প্রকাশ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে দুই শ্লোকে উক্ত লক্ষণের অভিন্নত্বও আছে—এইরূপ বুঝিতে হইবে। সেইপ্রকার ভাবে শ্রীভগবানকে বশীভূত করিতে সমর্থ উত্তম ভাগবতে সেই পূর্ব্বকথিত লক্ষণসকল অন্তর্ভূত থাকায় এবং কোন অধিকারীতে মাত্র দুই-তিনটি লক্ষণ দেখা যায় বলিয়া মহাভাগবত লক্ষণে উক্ত সমুদয় লক্ষণের একত্র প্রকাশ পাইলেই তিনি পরমভাগবত হইবেন, আর দুই-একটি লক্ষণ থাকিলে তিনি পরমভাগবত হইবেন না—এইরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। তন্মধ্যে অপৃথকবাক্যে এক এক পৃথগ্ বাক্যগত এক এক লক্ষণের দ্বারাই যে জন সর্ব্বভূতে নিজ অভীষ্ট শ্রীভগবানের সত্ত্বা উপলব্ধি করেন ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে ইনি মহাভাগবতরূপে লক্ষিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে যতগুলি মহাভাগবতের লক্ষণ বর্ণন করা হইয়াছে, সমস্ত লক্ষণের সার নিষ্কর্ষরূপে "বিসৃজতি হৃদয়ং"—এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যাহার হৃদয়ে অনবরত শ্রীভগবৎস্ফূর্ত্তি হয়, সেইজন্য মহাভাগবত। আর ঐ আটটি লক্ষণের মধ্যে "স্মৃত্যা হরে র্ভাগবতপ্রধানম্"—এই শ্লোকে যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহারও মুখ্য পর্য্যবসান এই অন্তিম বাক্যে। অর্থাৎ "যাহার হৃদয় সাক্ষাৎ শ্রীহরি পরিত্যাগ করেন না"—এই লক্ষণে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য। যদ্যপি এই এক বাক্যের দ্বারাই অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রীহরি যাহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, তিনিই ভাগবত মধ্যে শ্রেষ্ঠ—এই একটি লক্ষণ করিলেই হইত; তবে এতগুলি লক্ষণ করিবার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—একটি লক্ষণে যদ্যপি অভীষ্ট সিদ্ধ হইত বটে, তথাপি বিশেষ সুস্পষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অন্য বাক্যগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব, পৃথক পৃথক লক্ষণের দ্বারা ভাগবতোত্তম পরিচয় করাইয়াছেন—এইরূপ অর্থ সুসঙ্গত হইতে পারে। আর পৃথক্ পৃথক্ বাক্যে কিন্তু যেখানে সাক্ষাৎ ভগবৎসম্বন্ধ শুনা যায় না, সেখানে ভাগবত পদ উল্লেখ থাকার বলেই হউক্—প্রকরণ বলেই হউক্, ভগবদ্ভক্ত-লক্ষণই বুঝিতে হইবে। অথবা পূর্ব্বের কিংবা পরের 'উল্লিখিত ভগবতস্মৃতি দ্বারা' ইত্যাদি রূপ পদ যোজন করিয়া লইতে হইবে। যে পক্ষে পৃথক্ পৃথক্ভাবে ভাগবত-লক্ষণ নির্ণয় করা হইবে, সে পক্ষে আপেক্ষিক উত্তমত্ব বুঝিতে হইবে। তাহাতে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম নিম্নলিখিত প্রকার বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে" এই কনিষ্ঠ ভাগবতলক্ষণ হইতে "ন যস্য জন্ম-কর্ম্মভ্যাং" অর্থাৎ যাহার জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণাশ্রম ও জাতি প্রভৃতিতে মায়িক দেহে আসক্তি জন্মে নাই, তিনি একটি উত্তম ভাগবত—